

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা হলে সত্যিকারের রাজাধ্বষি, রাজযোগী, তাই তোমাদের রাজ্যাধিকারের জন্য পবিত্র অবশ্যই হতে হবে "

প্রশ্ন -- কিরকম মনোযোগ রাজ্যাধিকারের যোগ্য করে তোলে ?

উত্তরঃ যদি পাঠাভ্যাসে পুরোপুরি মনোযোগ থাকে তবে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়। বাবা যা শোনান তা যথার্থভাবে শুনে ধারণ করো। বাবা শোনালো আর বাচ্চারা শুনল তাহলেও রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হবে। যদি শোনার সময় অমনোযোগী হও অর্থাৎ ঘুম আসে বা ঝিমুনি হয়, বুদ্ধি এদিকে ওদিকে বিচরণ করে তাহলে রাজ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে, সেইজন্য পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দাও।

গীত --: আমাদের ঐ পথে চলতে হবে

ওম শান্তি। রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। আজ বাচ্চাদের হঠযোগ আর রাজযোগ সম্বন্ধে বোঝানো হচ্ছে। বাচ্চারা জানে যে তারা যেসব শেখায়, সেসব হলো হঠযোগ কারন তারা কর্ম সন্ন্যাসী হয়। বাস্তবে গৃহস্থদের হঠযোগ, কর্ম-সন্ন্যাস শেখা উচিত নয়। সেসব তো হলোই নিবৃত্তি মার্গ। সেই ধর্মই আলাদা হয়। তোমাদের ধর্ম হলো দেবী-দেবতা ধর্ম, যারা রাজযোগ দ্বারা রাজ্য প্রাপ্ত করেছিল। এখন তুমি হলে রাজাধ্বষি। ঋষি তাদের বলা হয়, যারা পবিত্র থাকে। তুমি এখন পবিত্র। যদি পবিত্র না থাকে, তাহলে তাদের ঋষি বলা যায় না। তুমি রাজ্যাধিকার পেতে পবিত্র হচ্ছে। তারা কেউ রাজ্যাধিকার প্রাপ্তির জন্য পবিত্র হয় না। তোমরা জানো পবিত্র দুনিয়ায় আমাদের পবিত্র রাজত্ব ছিল। ভারতেই পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের পূজ্য প্রবৃত্তি মার্গ ছিল। এখন পূজারী হওয়ায় পতিত হয়েছে। পতিত কিভাবে হয়েছে? চুরাশী জন্মের হিসেব আছে, তাই না! বাবা যে সহজ রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তাতেই তোমাদের চুরাশী জন্মের হিসেব বলা হয়েছে। অন্য ধর্মকে সন্ন্যাস ধর্মীয়রা কি বুঝবে! এই হলো দেবী-দেবতাদের প্রাচীন ধর্ম। সন্ন্যাস ধর্ম অনেক পেছনের সারির। যা অতীত (পাস্ট), তা 'সন্ন্যাসীরা বোঝে না। যেসব ধর্ম পরে পরে স্থাপনা হতে থাকে, তাদেরকে বোঝাতে থাকে। তোমরা জানো হঠযোগ অনেক প্রকারের হয়। দ্বাপর যুগ থেকে ভক্তি মার্গের সাথে সাথে হঠযোগ শুরু হয়েছে। এখন আবার রাজযোগ। জন্ম-জন্মান্তরে ওরা হঠযোগ শিখে চলেছে। রাজযোগ তোমরা এক জন্মেই শিখতে পার। ওদের পুনর্জন্মে এসে হঠযোগ শিখতেই হয়। রাজযোগ শেখার জন্য তোমাদের পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। এই রাজযোগ তোমরা শুধু সঙ্গমেই শিখে থাকো। রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হলে, স্বর্গের স্থাপনা হলে, সব ধর্মের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায়। তুমি হলে রাজাধ্বষি। রাধাকৃষ্ণও তো পবিত্রই কৃষ্ণকে মহাত্মাও বলা হয়। মহাত্মা পবিত্র হয়। তুমিও এখন মহাত্মা বা রাজাধ্বষি। মহাত্মা অর্থাৎ পবিত্র, মহান আত্মা। এইসব কথা কোনো শাস্ত্রে লিখিত থাকে না। শাস্ত্র তো পরবর্তীকালে তৈরী হয়। গল্পগুলো উদাহরণ স্বরূপ লেখা হয়। যেসব অতীত হয়ে যায়, সেই সবই ওরা নাটক (খেলা) তৈরী করে। সত্য তো হয় না। এখন বাবা এসে সামনাসামনি বাচ্চাদের পড়াচ্ছেন। তাদের আবার হিন্দি তৈরী করা হয়েছে। যাদব, কৌরব, পান্ডব ছিল, অবশ্যই তারা

সঙ্গমেও হবে । সঙ্গমযুগের হিন্দি বনানো হয়েছে । উৎসবও সব সঙ্গমযুগেরই হয় । রাথীবন্ধনও পবিত্রতার আধারে হয় । পরে আবার এই উত্সবকে স্মরণীয় করে তুলতে নানারকমের আয়োজন হয় । এখানে বাবাও সকলকে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করান । শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা কঙ্গন ধারণ করে , সেসব হলো পবিত্রতার চিহ্ন । হিন্দুরা পৈতে (জনেউ) ধারণ করে , তা'ও পবিত্রতার চিহ্নস্বরূপ । কিন্তু পবিত্র থাকে না । রাথী বাঁধে, কিন্তু অর্থ খোড়াই বোঝে । প্রথমে ব্রাহ্মণেরা রাথী বাঁধত । এখন ভগিনী ভ্রাতাকে রাথী বাঁধে , আর ভ্রাতা উপহার দিয়ে থাকে । এখন এইসব ফ্যাশন হয়ে গেছে । বাস্তবে এই হলো পবিত্রতার কথা । বাবা বলেন বাচ্চারা কাম হলো মহাশত্রু । সমাজের ব্রাহ্মণরা কেউই এইভাবে বোঝায় না । এখন বেহদের বাবা বলেন বাচ্চারা প্রতিজ্ঞা করো আমরা পবিত্র হব । কখনো বিকারের সম্মুখীন হব না । তোমরা তো এইজনেই ডাকো এসে পতিতদের পবিত্র কর । সত্যযুগ ত্রেতাযুগে কেউ ডাকাডাকি করে না । সেটা হলোই রামরাজ্য । এই হলো রাবণরাজ্য । রামরাজ্যে পাঁচ বিকার হয় না । যথা রাজা রানী তথা প্রজা ... এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা বাবার নিকট থেকে স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করছি । এই নরক থেকে এবার অবশ্যই যেতে হবে । বাবা এসেছেন পবিত্র করে স্বর্গে নিয়ে যেতে । তাহলে আর কেন আমরা পবিত্র হবনা ! তাদের হঠযোগ তো অনেক প্রকারের হয় । হঠযোগীদের বিভিন্নতা জয়পুরের মিউজিয়ামে গিয়ে দেখো । সেসবে কিছুই হয় না । সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকেই নামতে থাকে । বাবা বুঝিয়েছেন যে ভারত যখন পতিত হয় , তখনই রাবণরাজ্যের শুরু হয় আর ধরনী উত্তাল হয়ে ওঠে । সোনার মহল ইত্যাদি সব নীচে চলে যায় অর্থাৎ মাটির নীচে চাপা পড়ে যায় । মহল ইত্যাদি তো আর কেউ লুট করে না ! তারা তো শুধু মন্দির লুটেছে । কিছু গয়না সোনা ইত্যাদি লুটে নিয়েছে । তোমাদেরই গয়নার শখ সবচেয়ে বেশি । স্বর্গে এসেই তুমি নানা আভূষণে সেজে ওঠ , আর রাজত্ব করো । আর অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এলেও রাজত্ব করে না । তোমাদের বেহদের বাবার থেকে স্বর্গের বাদশাহীর অধিকার প্রাপ্তি হয় । তাই বাবা তোমাদের সামনে বসে বোঝান , গীতা পাঠ করে শোনান না । "গীতায় যা কিছু লেখা আছে , তার কোনও কিছুই আমার বলা কথা নয় । সেই সকলই , আমার মহাবাক্যকে , মানুষ পরে শাস্ত্রাকারে তৈরী করেছে । আমি তোমাদের যা শুনিয়েছি সেসব তোমরা শুনেছ আর তারপর রাজ্যভার নিয়েছ ।" সেখানে এই জ্ঞান থাকে না । এখানে তো বাবা শিক্ষক হয়ে সামনে বসে শিক্ষা দেন । বাবা তো হিন্দিতেই বোঝান । এখানে সকলে হিন্দি ভাষাতেই অভ্যস্ত , যা তাদের ভাষা । বাস্তবে প্রাচীন ভাষা হিন্দিই , সংস্কৃত নয় । এই সংস্কৃত ভাষা শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পরে এসেছে । যারা যখন এসেছে তারা নিজেদের ভাষাতেই বলেছে। তবে এরকম কখনও ঘটেনি যে বাবা সংস্কৃতে গীতা শুনিয়েছেন । না । গুরুনানকের আপন গ্রন্থ আছে । তিনি শিখ ধর্ম স্থাপন করেছেন, আর ওনাকেও অবতার মানা হয়। তাদের মধ্যেও রাজা হয় । সন্ন্যাসীদের রাজ্যভার নেওয়ার অধিকার থাকে না । বাবা বুঝিয়েছেন যে বুদ্ধ , ক্রাইস্ট ইত্যাদি প্রথমে গৃহস্থ আত্মা ছিল । কিন্তু গৃহস্থ পতিত আত্মা তো ধর্ম স্থাপন করতে পারে না । তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার পদার্পণ হ'লে , তখন তাঁরা ধর্ম স্থাপনা করেন । অন্যান্য ধর্মের নানা রকমফের আছে , তারা এসে আবার নিজের নিজের ছোট মঠ পন্থ স্থাপন করো ঝাড়ের চিত্রেও দেখানো হয়েছে । তাহলে বাচ্চারা বুঝতে পারছ তো হঠযোগ আর রাজযোগে অনেক তফাত হয় । এইসব কথা বুঝতে বুদ্ধিকে সচল রাখতে হয় । যারা বোঝে না , তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পরে , হাই তোলে (নিদ্রাবেশজনিত মুখব্যাদান) । এখানে তোমাদের ধনসম্পদের ভাণ্ডার প্রাপ্ত হয়। প্রাচুর্যের আমদানী হয় । তোমরা ধন-রত্নাদিতে নিজের ঝুলি ভরো । তাই চোখ খুলে সজাগ হয়ে শুনতে হয় । ঝিমিয়ে থাকলে অথবা বুদ্ধি এদিক-ওদিকে সরে গেলে রাজধানীর প্রাপ্তি সম্ভব

নয়া তুমি হলে রাজস্বষি । রাজস্ব প্রাপ্তির অধিকারী । রাজধানীর স্থাপনা বাবা করেন । শ্রীকৃষ্ণ নন।
কৃষ্ণ তো বাবার থেকে বিশ্ব-রাজত্বের অধিকার প্রাপ্ত করে । এখন যিনি তোমাদের বাবা অর্থাৎ
অলৌকিক পিতা , তিনি নিরাকার, যাঁর থেকে তোমরা বিশ্বের বাদশাহীর অধিকার পেতে চলেছ ।
তোমরা কত বিত্তবান হও ! এখানে এক বাবাই এসে রাজযোগ শেখান । তাই ঘোরাফেরা করো ,
থাওয়া দাওয়া করো , আর শুধু বাবাকে স্মরণ করো । বিত্তবান অবশ্যই ভালো ভাবে থাওয়া দাওয়া
করবে । তারা তো আপন উপার্জনের ফল খেয়ে থাকে অর্থাৎ প্রারব্ধ ভোগ করে । মালপোয়া থাও
অথবা রুটি খাও । স্মরণ শুধুমাত্র বাবাকে করো । পয়সা থাকলে ইচ্ছেমতো খাও , বাবা কখনো
কাউকে মানা করেন না । শুধুমাত্র বাবার সাথে যোগ লাগাতে বলেন । এই রাজস্ব স্থাপনে কোনো
খরচ নেই । সেই লড়াই ইত্যাদিতে কত খরচ হয়ে যায় ! এরোপ্লেনেও কত খরচ হয় । পড়লে
তো একদম শেষ হয়ে যায় । কত ক্ষতি হয় । তাই বাবা বলেন চলতে ফিরতে বাবাকে স্মরণ করো ।
স্ব-দর্শনচক্র ঘোরাতে থাকো । আমরা চুরাশী জন্ম সম্পূর্ণ করেছি। এবার ফিরতে হবে বতনে ,
ঘরের দিকে । ঘরে গিয়ে আবার এসে রাজস্ব করবে । তোমরা সকলে অভিনেতা হলে তাই
না! সেই বায়স্কোপ তো দুই থেকে আড়াই ঘন্টা চলে । আর এই বেহদের নাটক পাঁচ হাজার বছর
ধরে চলে । এইসব মানুষই জানতে পারে । এই দুনিয়া হলো কাঁটার জঙ্গল । সবচেয়ে বড় বিকার
রূপী কাঁটা , যা আদি মধ্য অন্ত দুঃখই দিয়ে যায় । দ্বিতীয় কাঁটা , ক্রোধ । সেসব চিহ্ন এই
মহাভারতের লড়াইয়ে দেখা যাবে । কোনও কথায় বনিবনা না হলে তো সঙ্গে সঙ্গে বোমা বারি শুরু
হয়ে যাবে । এখন তো এমন এমন বম্বস তৈরী হচ্ছে যা অভাবনীয় । সত্যযুগে কোনো লড়াই
ইত্যাদি হয় না । সঙ্গমেই এই মহাভারত লড়াই দেখানো হয়েছে । অন্য কোনো শাস্ত্রে লড়াইয়ের
কথা বলা হয়নি। সেখানে তো সারা বিশ্বের তোমরা মালিক হয়ে থাকো । লড়াইয়ের কথা হয়ই
না। শাস্ত্রে অসুরদের আর দেবতাদের লড়াই দেখানো হয়েছে । কিন্তু দেবতারা হয় অহিংসক ।
তোমরা যোগবল দ্বারা বিশ্বের মালিক হও । এই হলো সাইলেন্স বল অর্থাৎ নিঃশব্দ শক্তি, এতে
তোমাদের কিছুই বলার থাকে না । স্মরণের বল দ্বারা তোমরা বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহী প্রাপ্ত
করো । তফাত দেখো কত হয় । সাইন্সের শক্তিতে বিনাশ হয় । সেই সাইন্স দ্বারাই আবার আমরা
সত্যযুগে সুখ দেখবো । সাইন্স দ্বারা আবিষ্কার সুখের জন্য করা হয়ে থাকে । তারাও এসে কিছুটা
জ্ঞান প্রাপ্ত করবে । প্রদর্শনীতে তো সবাই আসে । পরবর্তী সময়ে দেখবে সবাই আসবে । তোমাদের
এই সাইলেন্সের শক্তির আওয়াজ বেরোবে অর্থাৎ নৈঃশব্দ শক্তির আওয়াজও যে কতদূর বিস্তৃত হতে
পারে পরবর্তী সময়ে তা তোমরা প্রত্যক্ষ করবে । তুমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো যে গীতার ভগবান কে ?
এরকম প্রশ্ন কেউই জিজ্ঞাসা করতে পারে না । যেখানে এই প্রশ্ন লেখা হয় সেখানেই তাদের সাথে
চিত্রও দিয়ে দাও । গীতার ভগবান পরমপিতা পরমাত্মা না শ্রীকৃষ্ণ? যিনি পুরো চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করে । পতিত থেকে পবিত্র করার নিমিত্ত এক বাবাই হন । কৃষ্ণের আত্মা তো চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করে শ্যামল বর্ণে পরিনত হয়েছে । তাঁকেও বসে বোঝাচ্ছেন যে তুমিও (কৃষ্ণ) চুরাশী জন্ম গ্রহণ
করেছো । তোমরা নিজের জন্ম সম্বন্ধে কিছুই জানো না । অভিনেতাদের জানা দরকার, আমরা
চুরাশী জন্ম কিভাবে গ্রহণ করি । সন্ন্যাসীদের ধর্মই পৃথক হয় । ভারতবাসীরা আপন ধর্ম না
জানার কারণে অন্য অন্য ধর্মে যেতে থাকে। কোনো গুরুর আশীর্বাদে কেউ ধন প্রাপ্ত করলে তারই
আকর্ষণে ছুটে বেড়ায় । তারপর দেউলিয়া হলে বলবে ঈশ্বরের লেখা ভবিষ্যৎ । সন্তান প্রাপ্ত হলে
অনেক খুশি হয় । আচ্ছা দশ বারো দিন পরে সন্তানের মৃত্যু হলে কি বলবে ঈশ্বরের লেখা
ভবিষ্যৎ! এদের বাঁচানো আমার হাতে নেই । বাবা এরকম উদাহরণ অনেক দেখেছেন । এরকম -
এরকম অনেক হয় । এখানে তো বাবা বসে আছেন । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন যে মিষ্টি মিষ্টি

বাচ্চারা পবিত্র হও । মনে আছে , যখন মহাভারতে ভীষ্ম ভাবে লড়াই লেগেছিল তখন দ্রৌপদী ডেকেছিল যে বাবা আমায় এই দুঃশাসন বিবস্ত্র করছে , আমায় তার হাত থেকে রক্ষা করো । পাঁচ হাজার বছরের কথা হচ্ছে । এই অবলাদের ওপরে অত্যাচার শুধুমাত্র এই বিষ অর্থাৎ বিকারের জন্যই হয়ে থাকে । অনেক স্ত্রীরাও হয় , যারা এই বিষ (বিকার) ব্যতীত থাকতে পারে না । তাদের তো নামও রাখা আছে শূর্ণনখা, পুতনা ইত্যাদি । যারা বিশ্বের জন্য বিরক্ত করে তারা হলো কংস, জরাসন্ধী ,শিশুপাল ...এদের বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী । এই সময় হলো আসুরী ,রাবণ রাজ্য , তারপর হবে ঈশ্বরীয় রাজ্য । এবার তো তোমরা পুরো চক্রকে জেনে বুঝতে পারছ যে কিভাবে চুরাশী জন্ম গ্রহণ করা হয় । এইসব তখনই ভুলে যায় যখন সব বিকারগ্রস্ত হয়ে পরে । যারা বিকারী হয় তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় । তারা নিজেরাই বোঝে যে এ আমরা কি করলাম ! বাবা বলেন বাচ্চারা এইসব বিষয় বিকারে যেও না । এইসব তোমাদের আদি মধ্য অন্ত দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত । এইসবে যেও না । প্রতিজ্ঞা করো যে আমরা বিকারে কখনো যাব না । ভগবানুবাচ হলো , কাম মহাশত্রু । প্রতিটি চিত্রে প্রথমেই লেখো - 'জ্ঞান সাগর, পতিত পাবন , গীতা জ্ঞান দাতা শিব ভগবানুবাচ' । তাহলেই তো কৃষ্ণের নামের বিভ্রান্তি হয়না । গীতার ভগবান আমাদের এই জ্ঞান প্রদান করেন , আর সেই জ্ঞান আমরা আহরণ করি । ভগবানই এসে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করেন আর পুরোনো দুনিয়ার বিনাশ হয় । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ হয় ,তাই না ! আসল হলো শিববাবা । রুদ্র বাবা বলা হবেনা । বস্ত্রতে বাবুরীনাথের মন্দির আছে । এখন কাঁটাকে বলা হয় ববুল । তাহলে বাবুরীনাথ নাম কেন রাখা হয়েছে? এইসব কেউ বোঝে না । অথচ চিত্র তো শিবেরই যাঁর কাছে তোমরা বিকার রূপী কাঁটা অর্পণ করেছ । বাকী অনেকে অনেক রকমের নাম রেখে দিয়েছে । শিববাবাই এসে কাঁটার জঙ্গলকে ফুলের বাগানে পরিনত করেন , তিনিই হন তোমাদের বাবা । ওঁনার নাম হলো শিব । শিব পরমাত্মায় নমঃ , ব্রাহ্মণ দেবী-দেবতায় নমঃ অক্ষরগুলি একদম পরিষ্কার আছে । এবার সেই পরমপিতা পরমাত্মা বসে এই রথ (ব্রহ্মাতন) দ্বারা বোঝাচ্ছেন । হুবহু যেরকম লৌকিক পিতা বোঝায় - "বাচ্চারা , কুলকে কলঙ্কিত কোরো না । কোনও খারাপ কর্ম কোরো না ।" এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন বাচ্চারা বিকারে কখনো যেও না। পবিত্র ব্যতীত স্বর্গে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না । অনেক জবরদস্ত উপার্জন তোমরা করতে পারো । বাকী সবাই তো এই সুযোগ হারাচ্ছে । যদিও কারোর কাছে পদম হয় , বড় বড় মহল তৈরী করে , লাখ লাখ টাকা খরচ করে । তোমরা বোঝো সেসব ওয়েস্ট অফ টাইম অর্থাৎ সময় নষ্ট । এসব কিছুই কাজে আসবে না , সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যাবে । তারা তো বোঝে দশ - বারো হাজার বছর চলবে । তোমরা বাচ্চারা জানো মৃত্যু অর্থাৎ বিনাশ মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে। অল্প সময়ের ভিতরে এই ভূমিকম্প ইত্যাদি হয়ে সবকিছু উলট পালট হয়ে যাবে । ভূমিকম্প ইত্যাদিতে অগুনতি মারা যায় । এবার তো বিনাশ হওয়ারই আছে । বিনাশের সাক্ষাৎকার আর স্থাপনার সাক্ষাৎকার করানো হয়েছে । সেটাই আবার এই চোখ দ্বারা দেখবে । ভক্তি মার্গে কত কিছু করে কিন্তু কেউই বৈকুণ্ঠে যেতে পারে না । জ্ঞান ব্যতীত সদগতি হতে পারেনা । এইসব হলো ভক্তি মার্গের খেলনা । আচ্ছা --

মিষ্টি মিষ্টি সিকীলধে (হারানিধি) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত ।
 রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারনার জন্য মুখ্য সার:-

১. কুল কলঙ্কিত হয় , এমন কোনও খারাপ কাজ করবে না । পবিত্র হওয়ার জন্য নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে ।

২. এবার নিজের সময় , অর্থ (time , money) কিছুই নষ্ট কোরো না । ফুলের বাগিচায় চলতে হ'লে কাঁটা উপড়ে ফেলতে হবে ।

বরদান :- সম্পূর্ণ স্টেজ আর স্টেটাসের স্মৃতি দ্বারা সদা উচ্চ কর্তব্য করার জন্য বাবা সমান ভব!

সদৈব যেন এই স্মৃতি থাকে যে আমি প্রতি সময় , প্রতি সেকেন্ডে প্রত্যেক কর্ম করাকালীন নিজ স্টেজে আছি , তাহলে প্রত্যেক কর্মে এটেনশন (মনোযোগ) থাকলে সম্পূর্ণ স্টেজের নিকটবর্তী হয়ে যাবে । সাথে -সাথে বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্টেটাসের স্মৃতি থাকলে প্রতিটি কর্ম শ্রেষ্ঠ হবে । এই দুটি স্মৃতিই বাবা-সম পরিনত করে দেবে । সমানতায় আসলেই এক দুইয়ের মনের সঙ্কল্পকে সহজেই ধরতে (catch করতে) পারবে । এইজন্য শুধুমাত্র সঙ্কল্পে কন্ড্রোলিং পাওয়ার দরকার । আপন সঙ্কল্পে যেন কোনো মিক্সচটী অর্থাৎ মিশ্রিত কিছু না থাকে ।

স্লোগান :- ঈর্ষা আর অপ্রাপ্তির কারণ হলো ইচ্ছা, যেখানে সর্ব প্রাপ্তি সেখানে আছে প্রসন্নতা ।